দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ...

– 4 2002

নিরক্ষরতামুক্তি কবে?

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কিরূপ? সাক্ষরতার হার কেমন বাড়ছে? অর্থাৎ কেমন গতিতে এগোচ্ছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ? এ ধরনের প্রশ্ন দেশে শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে মাঝে মাঝেই ওঠে। স্বাধীনতা অর্জনের তিন দশকের বেশি সময় পরও দেশ নিরক্ষরতামুক্ত হয়নি। নিরক্ষরতামুক্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সেসব পদক্ষেপ তথা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ধারায় এ ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা অগ্রগতিও হয়েছে। দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে নেয়া হয়েছে বেশ কিছু উদ্যোগ। এ ব্যাপারে সরকারী, বেসরকারী ও দাতা সংস্থাগুলো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব পদক্ষেপে এ ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে বেশ কিছুটা অগ্রগতি। এর সাথে সাথে দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতাও বেড়েছে, যার জন্য শিক্ষার হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৫ ভাগ। গ্রস এনরোলমেন্ট শতকরা ৮৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ড্রপ আউটের হারও কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩০ ভাগে।

দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি হোক, বেশি বেশি ছেলেমেয়ে স্কুলে আসুক, শিক্ষার প্রসার ঘটুক–এটাই সবার প্রত্যাশা। এটা গোটা দেশের জন্যই কল্যাণকর। আমাদের দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, যুগ যুগ ধরে শিক্ষা গ্রহণের কোন ব্যবস্থাও অনেকেরই ছিল না। সেই পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিস্তারের কাজ, নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলুক– এটা সবাই চায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হবে কবে? দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, পরবর্তী সময়ে সার্বিক সাফল্য অর্জনের জন্য তাকে ধরে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের কাজে গতি নেই, বলতে গেলে এক রকম থেমেই গেছে সে আন্দোলন। বিগত সরকারের আমলে টিএলএমের আওতায় ছ'টি জেলাকে নিরক্ষরতামুক্ত করার পর নতুন আর কোন অগ্রগতি নেই। এমনকি সিরাজগঞ্জ জেলা নিরক্ষরতামুক্ত হবার অপেক্ষায় থাকলেও এ ব্যাপারে সরকারীভাবে কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

এ কথা ঠিক, দাতা সংস্থার সহায়তায় এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় পরিচালিত আইডিয়াল প্রকল্প দেশব্যাপী ইতিবাচক ইমেজ গড়ে তুলেছে। ১৯৯৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন সাধনে ঝিনাইদহ জেলায় আইডিয়াল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। সেখানে সাফল্য অর্জনের পর ধীরে ধীরে প্রকল্পটির বিস্তৃতি ঘটেছে ৬৪টি জেলায়। জানা গেছে, অস্ট্রেলিয়া, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাপান এবং সিডার অর্থায়নে ইউনিসেফের সহায়তায় দেশজুড়ে আইডিয়াল প্রকল্পটিকে বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত পাঁচ বছরে ৩৭টি জেলায় এই প্রকল্প গ্রহণ করে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়। তবে টিএলএম অর্থাৎ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন প্রকল্পের কাজ এখন থমকে রয়েছে বলে জানা গেছে। বিগত সরকারের আমলে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশজুড়ে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা।

দাতা সংস্থার অর্থায়নে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে চললেও নিজেদের অর্থায়নে চলমান প্রায় সাত শ' কোটি টাকার টিএলএম প্রকল্প ঝিমিয়ে পড়ার কারণে আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরতামুক্ত হবে কিনা সে প্রশ্নটি সামনে এসেছে। গত পরশু থেকে শুরু হয়েছে সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ। গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী মিলনায়তনে এই সপ্তাহের উদ্বোধন করেছেন। তিনি পুনরায় দেশে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে সম্মানজনক স্থান ধরে রাখতে অবিলম্বে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নত মান নিশ্চিত করার পদক্ষেপ ও পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, এক যুগ আগে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উচ্চারিত হয়েছিল বাংলাদেশের অঙ্গীকার সবার জন্য শিক্ষা। কিন্তু আজও সে অঙ্গীকার পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

সব সরকারই দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে চেয়েছে, শিক্ষা বিস্তার করতে চেয়েছে। বর্তমান সরকারও তাই চায়। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে প্রয়োজন ব্যাপক কর্মসূচী ও সেসবের বাধাহীন বাস্তবায়ন। শিক্ষাসংক্রান্ত বিশাল প্রকল্প দু'টি পাশাপাশি চললে দেশে শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ পাবে, যার জন্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন দ্রুততর ও সহজতর হবে, এতে সন্দেহ নেই।

শিক্ষা মানুষের অধিকার। যুগ যুগ ধরে দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন হয়ে থাকবে, এটা কেউ চায় না। এ জন্য শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল কাজকে সবসময় রাজনীতির উর্ধে রাখা, একে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখা জাতীয় স্বার্থেই জরুরী। সে জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত দু'টি প্রকল্পকেই পাশাপাশি চালিয়ে রাখা এ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন।